

**PRESIDENCY JAIL BAKTAKTA DEBHY ANIRBAN**

A collection of Bengali poems

by

**SUSHIL PANJA**

First Edition : December 1980

Second Edition : February 1984 : Rupees 6'00

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০

প্রচ্ছদ : শূভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

সূতায় গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ৩ ১০২ গান্ধী কলোনি, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৪০

থেকে প্রকাশিত এবং হরিপদ পাত্র কর্তৃক সত্যনারায়ণ প্রেস,

১ রমাপ্রসাদ রায় স্ট্রেন কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

বাবা ডাঃ গণেশচন্দ্র পাঁজা  
মা শ্রীযুক্তা মনোরমা পাঁজা-কে



## প্রেসিডেন্সি জেলে রক্তাক্ত দেহে অনির্বাক

অনির্বাকের দাঁড়ি চিঠি পাই

ভেসে যা জন্মের বিবরণ বিকেলে

“তোমার বন্ধু আর নেই

পরলা মে’র ভোর রাতে

প্রেসিডেন্সি জেলে—

পুলিশ রিপোর্ট সাংঘাতিক ভেদ-বর্মিতে ।

ওর জীবন সাথী অরুণা অর্ধ উন্মাদ

নিশ্চয় একদিন এসো”……

উনসত্তরের কোন এক ছুন্সন্স রাতে

বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায়

এক ডজন সশস্ত্র পুলিশ ।

সরকারী রিপোর্টে—তিনজন কন্সটেবল একজন জোতদার

এবং দুজন স্থানীয় ব্যবসারীর নির্মম হত্যাকারী

অনির্বাক ; ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্র । শাস্ত স্থির ।

কলেজের প্রত্যেক ডিবেটে পেতো প্রথম পুরস্কার……

আমার সমস্ত সন্তানকে টেনে নিয়ে যায়

রক্তমাখা প্রেসিডেন্সি জেলের নিভৃত অন্ধকারে, দেখি—

পুলিশের ব্লেটে কাকরা রক্তাক্ত দেহে—অনির্বাক. …

## কৃষকের চোখে থাকে জীবনের মেঘ

আমাদের হাত থেকে সরে যার ক্রমশ যাবতীর ফসল  
আর তুমি ফসল নিয়ে যুদ্ধ করো মানুষের দরোজার  
এ-সব ধান্দাবাজ মানুষ ফি-বছর কসিম কৃষকের প্রাণ  
কৃষক কৃষক থাকে সবুজ জমির কাছে  
শ্রাবণের বর্ষা নামে কৃষকের চোখে

পৌষে ফসল ওঠে নিকানো উঠানে  
জীর্ণ শিশুর হাত ধরে ঘুরে আসে শীতের সকাল  
সকালে মানুষ আসে...আসে মহাজন  
সোনালী ফসল চলে যার সুখের ঘরে

জীর্ণ শিশু ক্রমশ জীর্ণ হয় কৃষকের কোলে  
ঘরদোর ভেঙে পড়ে শ্রাবণের মেঘে...

## বিপ্লব বাড়ি নেই

বিপ্লব বাড়ি নেই এ সংবাদ সকলেই রাখে

তবু কেন মাক রাতে খোঁজ নেয় অনেকে

বিপ্লব উৎসাহে

এ কথা জেনেছি আমি ছেঁড়া ইতিহাস

দুঃসাহসিক যোদ্ধা কর্ণের কাহিনী

দুঃখী রাজা ঈড়িপাসের ভাঙা সংসারের বিবরণ

তবু কেন প্রাকৃতিক শোভা নিমেষে উষাও হয়

প্রভাহ সকালে

বিপ্লবের কোমল করুণ চোখ ভাসে

চোখের ভিতর

শেষ চিঠি শোভা পায়

মায়ের লক্ষ্মীর স্মৃতির বাস্তবে...

বিপ্লব বাড়ি নেই এ সংবাদ সকলেই রাখে

তবু কেন মাকরাতে খোঁজ নেয় অনেকে

বিপ্লব উৎসাহে

বিপ্লব দেখেছিলো স্বপ্ন বিপ্লবের

পালাগান গেয়েছিলো সাঁওতাল পল্লীতে

বিপ্লবের কোন দোষ দেখিনি কখনও

কখনও শূন্যনি অবাস্তর অর্থোত্তক অস্ত্রের ব্যাখ্যা

তবু কেন নির্বাসন তবু কেন নির্বাসন

জেনেছি—জেনেছি এখন.....

## একটি অপরিচয় কবিতা : ১

রাত নদুদুয়ে হাটলে পথে  
বৃকের ভেতর মোচড়ে ওঠে  
ধানার বাঁশ বৃটের শব্দ  
প্রিয় ভাইদের আত্মশব্দ  
রাতের ভিতর হাটলে পথে  
চমকে ওঠে দাঁতাল শহর

প্রিয় ভাইয়ের খোঁজে আমি  
অশ্বকারকে সঙ্গী করি  
ভাইটি আমার প্রিয় ছিলো  
সবার ছিলো প্রিয়  
এ-ভাবে সে পড়লো ধরা  
জীর্ণ দেহে বসিত থেকে রাতনদুদুয়ে

অন্ত্যাব ছিলো সেবা করা  
মৃত্যু করা মানদ্য করা  
অশ্ব গ্রামে কাটতো সময়  
সকল বেলা সবার মাঝে

আহত এক সহজ কিশোর আওরাজ তোলে রাত-নদুদুয়ে  
রাত-নদুদুয়ে অশ্বকারে  
অশ্বকারে জন্মতে পারি ভারতবর্ষের আসল ছবি  
ডাক্তারবনে সব ভাইদের শরীর  
রাত-নদুদুয়ে হাটলে পথে  
গর্জ ওঠে আমার শরীর..

বালক জানে না সুখ

কাক ডাকা ভোরে ধূম ভাঙে রোজ  
গঙ্গার ওপারে কলের ভৌঁ ভোর পাঁচটার  
জোয়ারে ভাটার নৌকো গাঙ্গাগাদি পাটের প্রমিক  
সোনা মাঝির ঘোলাটে চোখ  
কঠিন চোয়াল  
আর নিতাই বড়োর মতো গান গায় ভাটিয়াল  
কাক ডাকা ভোরের সকাল

বালক জানে না সুখ  
পিতা নেই জমি নেই অসুখ শরীর  
মাটির দাওয়ায় শুয়ে আছে রক্ত বোন  
বছর বছর কঁধার ভিতর  
বালকের চাপা কান্নায় ভিজ যায় দুপদ্য রোদ্দুর  
ভোরের জ্যোৎস্না

বালক জানে না কাকে বলে সুখ  
চাঁদের উঠান  
তবু কাক ডাকা ভোরে ধূম ভাঙে রোজ  
গঙ্গার ওপারে কলের ভৌঁ ভোর পাঁচটার.....



অমল শব্দে ভেঙে ফেলো

আমার চোখের জলে হৃদয়ের বর্ষাক্দু বিকেল  
মাছরাঙা উড়ে গেলে পাতা করে পুকুরের ওপারে  
এখানের অন্ধকারে খেলে গরল তামাসা  
মনের আকনার দেখে রামধনু ক্রিয়ার  
বাঁচির নীরবতা

হরতো কৃষ্ণের মাঠে বইছে হাওয়া  
খড়কুটো মালিন বেদনা  
এ-সব গ্রামের কথা শহরের মানুষ খোঁজে  
শুধুই টাটকা খবর  
এ-ভাবে জড়তে থাকে ভিখিরির পেট  
পরিশুদ্ধ মানুষের বিবেক

বনজ লতার দিকে তাকাও যুবক  
পেরে যাবে মানুষের ঘাম ও শরীর  
শুধু একাকী অমল শব্দ ভেঙে ফেলো  
বিচিত্র সংবাদ

শোষণ মানুষের মন থেকে ছিনিয়ে নাও  
বীভৎস ব্যবহার কৃষ্ণ লাভার স্রোত.....

## হুশীলের তুচ্ছ কটোয়াক

পথের দূ'পাশে পুকুরে নীল ফুল

• কচুরীপানার ফুল

দু'পুত্র রোন্দুয়ে জেগে আছে অট্টোবরের বিবর্ণ নীল আকাশ

কোপ জঙ্গলের আড়ালে কুঁড়ে ঘর. লাউ মাচা

ওই দূরে লাল বাড়ি

শুকনো বাতাসে দোলে লাউয়ের সবুজ ডগা

আর শিশুর করুণ কান্নার শব্দ দু'পুত্র রোন্দুয়ে

শিশুর কিশোরী দিদির কোলে শিশু

শুশার, মা আসবে এখনি

লাল বাড়িতে গেছে বাসন মাজতে ভোর পাঁচটায়

এখন কলের ভেঁী বাজে উদ্যম একটায়

কাজ সেরে ফেরে নাই ঘরে সেই বিবর্ণ মা

জর্নি শিশু কোলে দাঁড়িয়ে দিদি রুক্ষ হাওয়ার রোদে

জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে লালবাড়ির ওদিকে...

## এখানে হিলাম আমি

এখানে হিলাম আমি আঁনগড় সাতটি বছর

এখানে হিলাম আমি নোনা মাটি ভাঙা-চল ছুরে

আমার সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ ক্ষত লাল-কুঠি

সুদখোর নামকরা বিকৃত দালালের

মেদবহুল শরীরে শৈতব শৈতা

আর দারুণ হিংস্র ছিলো চারটে উল্লুক তনর

এখানে হিলাম আমি আঁনগড় সাতটি বছর

এখানে হিলাম আমি

রাতের অন্ধকারে বীভৎস চালাচলিত ঘরে লালকুঠি পানপাত্র

মহুয়া বাসর

বৃক পুত্রেরা গায়ে রাখে জন্তুর পোষাক

প্রভুরা কীর্তন গায় লুট হতো জীর্ণ ঘর

প্রভুরা মাঠাল হলে জলে ভাসাতো সুন্দরী রক্ষিতা

দিনে ভয় রাতে ভয়

অমাবস্যার অন্ধকার অতিদূর গ্রামের চারপাশ

রক্তন মানুষ সব আমার ঘরের স্বর্গপাণ্ডে

মাংসের শরীরে

এক-একটা ধারালো অস্ত্র শেখাতাম বঁচার কৌশল

সারাটা বছর চাপা বৃক্ষ নিষ্ঠা ও সংগ্রাম

আমরা সব রক্ত ও ঘামে ভিজিয়ে দিতাম জীর্ণ ঘরের দেয়াল

সবুজ মাঠ

দুঃখী সব কর্মঠ মানুষ বিদ্রোহের উত্তাল জোয়ার

জেলের অন্ধকারে চিঠি এই সব সংবাদ

গোপন ইন্তাহারে জেনেছি গ্রামের ব্যাথা

লালকুঠি দখলে রেখেছে গ্রামের মানুষ

ভেজা জলজললে চোখে দেখি সেই গ্রাম

যেখানে হিলাম আমি আঁনগড় সাতটি বছর

পেরোছি—দীপ্ত ভেজ মানুষের অমল ফলর.....

## পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষের যন্ত্রণা

দু'দশ ঘরে থাকলে পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টায়  
প্রিয় মানুষের মূখ সমুদ্রের তোলপাড়  
আর প্রিয় নারীদের সঙ্গীষি টোঁবল

ফুটপাথ রাস্তার সংসার বাড়ে ফি-বছর বন্যার আশীর্বাদে  
করেকশো সেকেন্ড সিটিং বসে বিধান সভার লবীতে  
শুকনো রুটি খেয়ে ফিরে যায় পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষ  
ময়দানের সবুজ ঘাস কাঁপে হাওড়া স্টেশন উত্তাল হয়  
এভাবে কোলকাতা দুঃখী হয় মানুষের কান্নায়...

আদিবাসী মানুষেরা ফিরে আসে নিজস্ব অঙ্গগ্ৰামে  
জেনে ফেলে শহর জিড়ারের নির্মম ব্যবহার  
আর এ-সব মানুষ ভাঙা আরনার  
বীভৎস চেহারা দেখে শহরের সুনিপুণ ঐশ্বর্যের

নির্জন ঘরে থাকলে আদিবাসীর যন্ত্রণা  
প্রিয় মানুষের মূখ সমুদ্রের তোলপাড়  
বহু মনের গভীরে.....

## ১৯৪৭ এর বাঙালী রাজত্ব উদ্বাস্ত

আটাস্তরে অনেক মানুষ মানুষের পাশে

বেঁচে আছে আজও পশুর মতো

অন্ধকার গলিতে আছে পড়ে ভোরের

শব্দ আলো

সাঁত-সাঁতে আশ্রয়নার ভেঙা শরীরে যুগ্মের

ভাঙা সংসার

লজ্জা নেই বন্দু নেই তবু বেঁচে আছে

কুখ্যাত শরীর

আর এদের চরণে পাবেন জরাজীর্ণ শিশুর কপালে...

কিন্তুতে হৃদয়ে যান মহামান্য বিদেশী মুকুট

আর গ্রামের ফসলের কথা ছাপা হয় প্রভাতী

সংবাদপত্রে

তবুও ছিন্ন মানুষ বাঁচতে থাকে পশুর খোঁয়াড়ে

আটাস্তরে উদ্ভাস্ত আসে পশুদের শহরে

উলঙ্গ বাতাসে ধীপে রাজসিংহাসন

সত্যতার আলোর পিছনে রুরতা

তাত্ত্বিক নট্যামির যুদ্ধ

আটাস্তরের আগুনে পুড়ে থাকে বাংলার

প্রতিটি সবুজ গাছপালা ...

## অপরিব্রত কবিতা : ২

অনেকে বীচীর আশায় ঘুরে বেড়ায়

শহর কোলকাতায়

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে দাঁড়াই আমি

সাহসী যুবকের পাশাপাশি

মুখে সন্তা সিগ্রেট কিছুটা স্মার্টনেস আনি

নিজস্ব শরীরে

ঘুরে অগোছালো সংসার ভাসে

গ্রামের মানুষের

এদের শিশুকন্যাটি আজ ফুটপাথের ভিখিরি...

আমার সামনে পিছনে অনেক যুবক

উজ্জ্বল চোখ উদ্ভ্রান্ত শরীর...

দীর্ঘদিন নির্বাসিত যুবক আমি

স্বপ্নের ভিতর হাঁটা পথে দেখি

মায়ের জীর্ণ শরীর...ছোট ভাই

পিতার সঙ্গে চলেছে মাঠে পুরোনো কোদাল হাতে

এ-সময় আমার কাছে কলকাতা যুসর

নিজেকে বিদ্রোহী মনে হয় তামাম শহরে.....

## প্রাণের রক্তিম কণ্টোপ্রাক

পাড়াগাঁয়ের হিম হাওয়ার দোলে পাখির বাসা

বারুই পাখির বাসা

আহা, কারুকার্যের শিল্প নির্জনে ঝড় বদলার

সেখানে পড়ে থাকে বিস্তীর্ণ হোগলা কেত

সামান্য ধরসোর কৃষকের সরল জীবন-যাপন

সময়ের সূর্যসেব প্রতিনিধি ঘণ্টা বাজার সকাল সন্ধ্যায়...

কৃষকের পায়ের পাতা আজও ভুবে থাকে আশ্রয় পচা জলে

কাজ নেই খিদে আছে কঠিন সময়

পাড়াগাঁয়ের হিম হাওয়ার দোলে কারুকার্য শিল্প

আর পরিভ্রান্ত পথের ধারে ঝুড়ে তোলে

বনকচু সেইসব ক্ষুধার্ত বালক

কোলকাতার পাতাল রেল এ্যাসেম্বলী হাউস বেতার দূরদর্শন

এইসব সংবাদ রাখে না

শব্দ প্রত্যহ ছড়ার গাল ফোলা বালক বালিকাদের নৃত্যগীত

বিদেশের গৌরবর্ণ খেলাধুলা

এভাবে আজও পাড়াগাঁয়ের সংসার ধরিষতা হয়

শব্দ কোলকাতার মোহমর বিচিত্র সংবাদে....

## মানুষ

মানুষের হাতে শব্দ মানুষই খুন হয়  
অবসাদে ঢেকে যায় মানুষের শরীর  
বড় ভয় হয় বড় যন্ত্রণার ছাপ আঁকে  
অনেক হৃৎপিণ্ডের গভীরে

প্রিয় মানুষ কেবল চায় মানুষ হ'তে  
বন্দুকের নিপুণ হাতে গড়ে তোলে  
মোহময় সেবার আশ্রম  
আর মানুষের কল্যাণ চায় মানুষ শব্দ সংগ্রামী  
প্রেমে ও দার্শনিক বোধের সমন্বয়ে  
তবু মানুষের হাতে খুন হয় উজ্জ্বল সেইসব মানুষ—  
অপমানে বিষাদ জ্বলার আবছাতী হয়  
শব্দ মানুষ...মানুষের জন্য

অনেক দৃষ্টি আছে সুখ আছে  
আমাদের জীবন দর্শনে  
তবু বড় ভয় হয় বড় অবসাদ হয়  
অই সব মানুষের মৃত্যুর দৃষ্টিতে.....



## হেঁটে বাবো গ্রামের শরীরে

আমি ধূর্ত মানুষের বুক ছিঁড়ে দেখাবো সেই হিংস্রতা  
শোনাবো মানুষের কথা  
দুঃখের মন্তব্য অনেক চোখের জলে ভিজছে মানুষ  
গ্রামের উঠোন  
উঠোনে ছড়াবো আগুনের ফুল  
ফুলের বিচিত্র ইতিহাস  
নদীতে ভাসাবো নৌকো  
কৃষকের শব্দ মাঠে ওড়াবো আমি  
পাখিদের সবুজ আকাশ

আমি চোখের জলে কাদাবো না আর  
মানুষের কংকাল সংসার  
জীর্ণ বালকের হাতে তুলে দেবো রঙিন বুড়ি—  
সাগরের পবিত্র জ্যোৎস্না  
ঐটুকু—আমার হৃদয় আমার বিরাট বাসনা

শিশু ও মায়াদের বিকল শরীরে  
এনে দিতে পারি  
সেই ফুলের বাগান আটপোরে খড়ের চাতাল  
এ-ভাবে আমার শরীর নিয়ে আমি  
হেঁটে বাবো গ্রামের শরীরে……

## মেদিনীপুর দেখে এলাম

বন্যার স্রোতে ভেসে গেছে মানুষ

অবলা পশু শিশু নারীদের সংসার

উলঙ্গ জলের স্রোতে গ্রাম নদী জলের সমুদ্র

মানুষ জানতেই পারে এতো দুঃখ

মানুষ জন্মের ইতিহাসে

ইতিহাস শূন্য আজ গ্রামের বাতাসে

সবুজ ধানের মাঠ যেন চঞ্চল সমুদ্র

চারিদিক জল কাছাকাছি মানুষের করুণ আত্ননাদ

প্রাণ নেই ভোটের মানুষ নেই শরীরে যন্ত্রণার শব্দ

জীর্ণ হাত বিষর মুখ তনুপদ হয়েছে শ্মশান

শহরের মানুষের খাবার টেবিলে নিওন সংবাদ

ভোরের কাগজে বিপ্লবী তর্কের শ্লেমাগান

সমস্ত জাহাঙ্গা জুড়ে বিমাতা স্রোত

শিশু, নারী, পুরুষের গলিত শব

কোণায় বন্যা ছিলো জলের ভাণ্ডার

চান্দিকে করুণ প্রশ্ন উলঙ্গ বালকদের ভেজা চোখ

আকাশে উড়তে থাকে মহামান্য চিল শহরের সোনালী শকুন

ভানার থাপটোর ধরার ধূসর পালক অশ্ব ভ্রম

কোলকাতা মেদিনীপুরের টোঁ ফোনে ছড়ায়

শুভ বিবাহের রঙিন ইতিহাস.....

## মানুষের দুঃখ ভালোবাসা

আমি তো বুঝি না সাধনা

জেনেছি মানুষের নিখা চেষ্টনা

এভাবে রোজ হেঁটে যাই পথের বঁকশে

আর কি-বছর বুকে আসি পৌঁছ মেলায়

তবু তো ক্লান্ত আসে মনের গন্তীরে...

হাহাকার শহরে বেদ উপনিষদ ছাপা হয়

বইয়ের দোকানে

একটুও বুঝি না ধর্মের মহিমা

জেনেছি কেবল মানুষের দুঃখ ভালোবাসা ..

ফুটপাথ আর স্টেশনে ভিড় হয় মানুষের মুখ

আর জরাজীর্ণ শিশুদের হাত

এভাবে সত্য মানুষ বুকে ফেলে

মানুষের দুঃখ...

অন্ধ বুঝির শব্দ আসে প্রত্যহ সকালে

আমি তো জানি না সাধনা

জেনেছি মানুষের নিখা চেষ্টনা.....

## আফ্রিকার মূর্তিবোধী কবি

বিশ্ববী মান্দ্য আজ জেগেছে আফ্রিকার জঙ্গলের ওদিকে  
হাজার হাজার বছর ধরে শব্দ চাবুক  
আর নির্বাতন সরেছে কালো কালো মানুষের বীভৎস সংসার  
অরণ্য কেঁদেছে কত মানুষের নির্মম অত্যাচারে  
মানুষের কশাই হাতে মানুষ কীতদাস হয়েছে নিঃশ্ব  
সারা জীবনের লাহিনা অশ্বকার জঙ্গলে পৈশাচিক  
হিংস্রতার তাণ্ডব

আর সূর্যের রক্তরাঙা অকাশ বিবর্ণ বিষাদ  
আফ্রিকার শহর ও অশ্বগ্রাম  
ধারণ আলোচন আজ বিকোভ শব্দ কালো হাতে  
কালো কালো মানুষের দীর্ঘ হাত এগিয়ে চলে  
আকাশের দিকে শ্বশ্নের বাগানে

কালো হাত ক্রমশ দীর্ঘ হয়  
দীর্ঘ হয় সূর্যের দিকে  
মূর্তিবোধীর নিজস্ব পতাকা হাওয়ার ওড়ে মলিন ভাঙা ঘরে  
আনন্দের উল্লাস চলে প্রত্যেক রাস্তার  
কালো হাতে তাজা রক্ত  
এগিয়ে চলা বিশ্ববীর কবিতার গম  
বিশ্ববী মান্দ্য আজ রক্তাক্ত আকাশে ওড়ার পতাকা  
আফ্রিকার জঙ্গলের ওদিকে.....

## মানুষ পথ দেখায়

এক হাতে সুকোমল ভালোবাসা অন্য হাতে

উদ্ভূত তরবারি

এই নিয়ে আমার চলাফেরা

এই নিয়ে মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা

মানুষের দংশে ভাঙা কাগা ভাসে

বিস্তার ভিতর

আর মানুষেরা জাগে বিকল গ্রামের ভিতর

এইসব মানুষের স্মৃতির ভিতর খেলা করে

বিস্ময়ের রক্তাক্ত নদী

পাহাড়ের মানুষ সমুদ্রের মানুষ এক সঙ্গে

গেয়ে ওঠে রক্ত-নদীর গান

এইসব গানের ভিতর যুগে পাশ

জ্যোতিষ্কের আলো নতুন প্রাণের হিল্লোল

এক হাতে সুকোমল ভালোবাসা অন্য হাতে

উদ্ভূত তরবারি

আঘাতে ভাঙে দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীর

মানুষ এভাবে মানুষকে পথ দেখায়

যুগে যুগে নিজস্ব দংশে ভালোবাসায়...

## বস্ত্রার ঘরে কেঁরা

একুশ দিন পরে জলের স্রোত বইছে

উঠানের সীমানায়

কোথায় জন্মভূমি শিতার নিজের হাতে বোনা

অমল শস্যক্ষেত

সব ভূবে গেছে ডি-ডি-সির কল্যাণে

বৃষ্টির প্রভাবে

ঠাকুমার পূরনো স্মৃতির তুলসী-মণ্ড

মুখ খুবড়ে পড়ে আছে দশগজ মূলে

কৈশোরের পড়ার ঘরের লস্টেন ডাঙাচোরা কাঠের টেবিল

সবই বন্যার জলে

মাক্কের সোঁখন তোরঙ্গ মাটির দেয়ালে বৃষ্টি

আজও চাপা

গ্রামের উঠান ধানক্ষেত ধু-ধু যেন দীঘার সমুদ্র

আর চারদিকে শ্মশানের শতশততা

চাণ খাদ্যের স্ফুট বটন শূন্য বেতার দূরদর্শন সংবাদে

কিংবা কোলকাতার লালবাড়ির জানালার দেওয়ালে

শরৎকালীন আটাস্তরে নামে বীভৎস বিতর্কিতিকা

আশী ভাগ বাঙালীর হৃদয়ে

পশুর খাদ্য দেখি শিশুদের তোবড়াতো ডিসে

মানুষের সংসার রাস্তার কৃষকের জীর্ণ বসদ

গোয়াল্লের দুধের গরু সব উলুবোড়িয়ার হাতে

মানুষের সাক্ষী আজ পশু

পশুদের হত্যার কাজে সুসভ্য হুমকিবোলা...

## এবং অজান্তবাল

ইন্দ্রনীল সুরাজের সুভাষ আর বিপ্লবের সাথে অনেক দিন দেখা নেই  
চুপচাপ একা একা শূন্যে থাকি  
অনাচারীদের মতো উল্‌বোড়িয়ার বিকল হয়ে  
মাঝে মাঝে ফেরিঘাটে—দাঁখি  
ভেসে যার মানুষের লাশ  
এখন ইমারজেন্সি রাত  
গল্পার ওপারে ভাসে পালাতোলা নৌকো  
সবুজ মাঠ আর নিশাচর পাখি শ্বশ্নের জাহাজ...

ছুটির সকালে রোদ পিঠে বসে  
খাঁচার মরনা  
ছে'ড়া মাদুরে বাঁসি কাপড়  
এ'টো কাপ-ডিস  
বারান্দার কোলে এলোমেলো  
মরলা সার্ট প্যান্ট  
এ বাড়ী ও বাড়ীর জানালার ভাসে  
বিশেষ সংবাদ বিশ বীণ আওয়ার...

ভবুও কবিতার সৈরাজ্যে মৌন  
সারাদি বিকল দিন  
এ-ভাবে কবিতার জ্যোৎস্না ছুঁয়ে যায়  
রক্তাক্ত আকাশ.....

## অপরিচ্ছন্ন কবিতা : ৪

কখন আসবে ট্রেন—উদ্ভাল প্ল্যাটফর্মের সামনে  
রাত একটা হলো হাওড়া স্টেশনে  
অপরিচ্ছন্ন জারপার ভিতর  
ছায়া ছায়া অন্ধকারে  
ভবঘুরে বালক নীরবে ঘুমোর  
কতস্থানে নীল মাছি আরামে ঝিমোর

মাঝে মাঝে অলৌকিক শব্দ ভাসে  
মধ্যরাতের হাওয়ায়  
পকেটের সব রসদ শেষ  
যতসব উজ্জ্বল প্রাণ বিক্রেতার কাছে  
আমার সামনে বসে এক প্রেমিক প্রেমিকা  
মধ্যরাতে জুই ফুলের গন্ধ ছড়ায়  
বেণীখোলা অবিন্যস্ত চুলের শোভায়  
শরীরে ঘুম নেই, ক্লান্ত শরীর উদবে যায়  
ভবঘুরে কুকুরের বিচ্ছিন্ন চিংকারে  
আমার চারপাশে ঘুমের ভিতর ঘুমোর  
কয়েকটা কুখ্যাত পিতৃমাতৃহীন শিশু ..  
মধ্যরাতে চোখ ঝাপসা হয়  
এদের দুঃখের ছোঁয়ায়.....

ভোর রাতে লোক্যাল-ট্রেন  
আমি চলে যাবো  
পিছনে বদলন্ত প্ল্যাটফর্ম  
আমার শরীরে.....



## উল্লেখিত—১৯৭৫

গঙ্গার ওপারে নতুন বসে থাকে করেকটা

ছে ডা-খোঁড়া বালক

দু'একটা বালক হঠাৎ লাকিয়ে পড়ে জোয়ারের স্রোতে

সাঁতারু বালকের খেলা দেখে নেচে ওঠে

দু'ন বালক

এ-ভাবে সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে এপার-ওপার

আর ককচুড়ার ডালে ডালে রাংজালা

জীর্ণ শালিখ

গঙ্গার দক্ষিণে ডুবে ছিলো বিশাল জাহাজ

তবুও জোয়ার ভাটায় ভিন্গিয়ে ভেসে যায় বার্গিজাক নৌকো

এ-পথে ফিরে আসে শীতের সকালে মনশুমী পাখি

এ-পথে এসেছিলো একদিন জব্-চাণক

আর গঙ্গার তীর ছুঁয়েছিলো তাঁর সেই বাসা

অথচ আজও ভেজা চোখে বসে থাকে

ছে ডা-খোঁড়া বালক

কর্তাদনে ফিরে আসবে তাদের পিতা

মাহভার্ত নৌকোর.....

## আমার জীবন থেকে

আমার জীবন থেকে চলে গেছে সুখ-দুঃখ

প্রেম অভিসার

মাটির আকাশ ছুঁয়ে নিয়েছি শপথ

পরিশুদ্ধ মানুষ্যে সঙ্গে থাকবো

সারাটা জীবন

সুখ-দুঃখের উত্তম হাওয়ার চালাবো দড়াই

জল মাটি আর পিপাসার্ত মানুষ্যের কাছে

জেনে নেবো

কতটা দুঃখের জলে গড়িয়েছে যুগের ইতিহাস

মাটির আকাশ ছুঁয়ে নিয়েছি শপথ

অন্য পথ অন্য সুরে জাগাবো

বিস্তীর্ণ সীমানার পরে সেই পরিবেশ

এভাবে গাইবো সেই গান

যেভাবে গেয়েছেন গান রমেশ শীল মুকুন্দ দাস

আর আজও রয়েছে অনেক নোংরা মা ওষুধ আমাদের চারপাশ

তাই পরিশুদ্ধ মানুষ্যের সাথে জাগবো সারাটা জীবন...

## অন্ধকারে আমার শরীর

হিম অন্ধকারে জেগে থাকে আমার শরীর

অচেতনে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে শ্রী-পদ

ভাস্করের অঙ্কুর মাইল মাইল কীধার বিহানা

স্টাইক লক-অপ্টে গিয়েছে সব আসবাব বিবাদ সার্ভাট মাসে

নির্মল বাতাসে বিষ রোম্বুয়ের আঙ্গিনার বলসে গেছে সুখ

করে যায় স্মৃতির আলপনা

অহংকারী শহুরে মন্ত্রীরা আসে

ভোটবৃন্দ জলসার হাটে

পরীক্ষার বালক অস্ত্রাণের শিশির সন্ধ্যায় ফেরে

শূন্য বোতল পথে গড়ায়

খরার মাঠে হিস্ হিস্ শব্দ অলৌকিক জোনাকির নাচ

ঝোপ-জঙ্গলে ডাকে চেনা পাখি

ঘুসর পেঁচার কামা

কেরোসিনের অভাবে অন্ধকার পারে না পড়তে রাতে

সেই গ্রামের বিবশ বালক

হিম অন্ধকারে জেগে থাকে লাল নকশ

আমার শরীরে

আর এভাবে স্মৃতির বাতাসে থাকে বিষ দুঃখের বিহানা . . .

## লড়ছে ওরা

মা'টির বাড়ি পথের ধূলা সবুজ ছায়া ডাকে  
লড়ছে ওরা ভূয়ের বাথার তেজী ঘোড়া স্বপ্নে ভাসায়  
রক্ত-নদীর স্রোত  
ভায়ের স্মৃতি বিশোর বয়েস  
সোদর বনে আগুন মশাল  
অনেক রক্ত পলাশ ডালে  
ক'পিছে উঠোন সোনার ধানে

রোদে জলে পড়ছে মানুষ...মাঠের কৃষক গোপন সভায়  
ওড়ান নিশান  
শেষক মানুষ কঠিন হৃদয়  
ঘিরে ফেলে মা'টির দেয়াল  
খড়ের ঘরে আগুন জ্বালায় লড়াই করে শালের পাহাড়

ধানের বনে গুলির শব্দ অনেক লড়াই  
দামাল যুবক রক্তে হাঁটে সবুজ মাঠে  
চেউয়ে চেউয়ে বাতাস জাগায়  
গ্রামের ভিতর হাজার মিছিল সজাগ মিছিল  
রক্ত-নদী ভায়ের স্মৃতি.....

## সেই সব কবিতা ও গান

তারা এসেছিলো সম্মান কিছ্ পরে  
তল্লাস চলেছিলো সারা বছর  
উন্মত্ত বৃষ্টির আঘাতে তর তর বাগিস বিছানা  
তোরক আর সংখের আয়না

রোজ রোজ অপমান লাইনার আহত সংগ্রামের পিতা  
পরামর্শ দেশে জেলে কাটরেছিলেন দশটি বছর  
এখনো সারারাত জেগে থাকেন দুঃখিনী মা  
অশ্রুকাণ্ড জানালার পাশে  
তবু ফেরে নাই ধরে পলাতক সংগ্রাম  
জুব্বত শিল্পকে দিয়েছিলো প্রাণ বালক বয়সে...

সে ছিলো এক কবি...তার উজ্জ্বল চোখ  
আর শরীরের আগুনের তাপ  
বুকের আগুনে সাজাতো মানুষের কবিতা আর গান

আজ সেই সব কবিতা ও গান  
শূন্য-শূন্য ভালবাসা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়  
দূরে নির্জনে দূর নীল উপত্যকায় . . .

## ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের জমি

জীর্ণ মানুষেরা ঠিক একদিন বিদ্রোহের মশালে জ্বালাবে

ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের জমি

আর অই জমির কাছে নতজানু

শিখে নেবো চাষবাস মাটির নিজস্ব দ্বাশ

কোমল মাটির শরীর থেকে জেনে নেবো

জীর্ণ মানুষের কায়ার ইতিহাস

কি ভাবে বাঁচছে মানুষ শ্রোতহীন দুঃখের সাগরে

সুখ নেই দুঃখ থাকে স্বাধীন ভারতবর্ষের

গ্রামের বাতাসে

আমাদের বিদ্রোহী সত্ত্বাটা পঙ্গু করে দেয়

খান্দাবাজ উজ্জ্বল শোষণ...

তবু কফি ঘামের শরীরে জ্বালাবে গাছ

ফলের গাছ সবুজ জমির দ্বাস

জীর্ণ মানুষেরা একদিন বিদ্রোহের আগুনে কেড়ে নেবে

সেই নীল সুখ দুঃখ ভাত

আর ঠিক ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের মাটিতে জ্বালাবে

নতুন মশাল...

## অজস্র যন্ত্রণার শব্দ

দু'চোখে ওড়াই আমি উন্ডাসিত ফুল

মনের মরুর

ছিন্ন...লতা-গন্ধ জমে থাকে আমার হৃদয়ে

কাকটাস ফুল ডাকে না আর আমার এখন

দু'চোখে ওড়াই আমি উন্ডাসিত ফুল

শূন্য-অজস্র যন্ত্রণার শব্দ...

আর অন্য এক নিজস্ব ভূমিতে :

অজস্র যন্ত্রণার শূরে আছে ফুটপাথে শিশু

বকুল ফুলের মতো যাদের টাটকা শরীর

ডাস্টবিন থেকে উঠে আসে নষ্টকীট

প্রবল হাওয়ার মতো ফুটপাথের চাঁদক

এসব নষ্ট হাওয়া বহে শহরের অভিজাত পল্লীময়

নিজস্ব আদিমতার

নষ্টকীট সভ্য মানবের রক্তে গড়ে তোলে

ফুটপাথের সলোয়

পচা ডাস্টবিনের ইতিহাস...

## দুঃখী প্রমিক এবং আমার সংসার

আমি রোজ সঙ্গী হই ভোরে প্রমিকের নৌকোর  
প্রমিকের চোখের ঘুম কাড়ে জুট মিলের ভৌ  
সকালে প্রমিক আসে

ফিরে বাস রাত জাগা রুদ্র প্রমিক  
একই চেহারা দেখি দশটি বছর  
মলিন চেহারার প্রমিক  
হয়েছে আরো বেশী মলিন...

আর ওদের যুগ্মে সামিল হই মিলের ভিতর  
জীর্ণ দেহ হেলে পড়ে মৌসুমের ওপর  
এ-ভাবে অন্ধকার ঘিরে ধরে প্রমিকের ঘর...

আমি রোজ সঙ্গী হই ভোরে প্রমিকের নৌকোর  
আমি রোজ আঞ্জা তুলি প্রমিকের ব্যথার  
আর তার চোখের শিশিরে হিম হয় আমার শরীর  
তাই রোজ প্রমিকের দুঃখে  
দুঃখী হয় আমার সংসার.....



## কেন ভাত বাসের বিছানা

বন্দুকের দৃষ্টি আরো দূরে চলে যান

দূরে আরো দূরে নির্জন জঙ্গলে

বন্দুকে গিরেছে মানুষের কাছে সবুজ ফসলে

ফসল বন্দেছে তাঁরা মানুষের কবীর ক্ষেতে

হাটু মূড়ে বসে আছে সেই সব ক্ষমার্ত মানুষ

ভারতবর্ষের নিজস্ব ভূমিতে...

অভাবের শূন্য দেয়াল পড়ে গেছে

পাহাড়ী গ্রামের শরীর

বন্দুকের দৃষ্টি অই দিকে

শূন্য মাঠ জাঙ্গলের শব্দ ফালা

পরিশুদ্ধ মানুষের বৃকে চাপা কামা

বন্দী জীবিরে রক্তাক্ত ইতিহাস

করবার ভেঙ্গে পড়ে অরের আকাশ

বন্দুকে কোথায় থাকে কবে ফেরে ঘর

কী করে কোথায়

একবার চলে এসো অরণ্য দরোজার

দেখে বাও বন্দুকের চোখ মুখ খামে ভেজা শরীর

বন্দুকে মানুষ করেছে কেন ভাত বাসের বিছানা

কৃষকের চেনা জমি বর্ষ পরিচয়ের পাঠশালা.....

## কায়খানার জার্নাল : ২

ধান্যপ্রিয় মানুষের সঙ্গে কাজ করি আমি  
আর আমার বন্ধুরাও  
এবের স্বভাব চরিত্র ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গী  
দাঁতাল পশুর চেয়েও হিংস্র উল্লস  
অখট স্বপ্ন দেখে আর দেখে নক্ষত্রের আকাশ  
প্রত্যহ ঘুমিয়ে থাকে শীতল হাওয়ার ভিতর...

এ-সব দাঁতাল পশুরা আজকাল পৃথিবীর কথা ভাবে  
আর অসংখ্য তক্মা নিয়ে ঘোরে ফেরে  
সভ্য মানুষের আশেপাশে... ...

অথচ এ-সব জ্ঞানী দাঁতালগুলোই  
একদিন নিহত হয়... নিজেদের বিষাক্ত দাঁতে  
আর আমি আমার সংগ্রামী বন্ধুরা এগিয়ে চলি  
অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোয়  
নিরুপস্থ অবিজ্ঞতায় শহর থেকে দূর নির্জনে... ...

## প্রিয়জন বন্ধু খুঁজি

নিঃশব্দ নির্জন ঘরে একা

সামনে আকাশে আকাশ

বৃষ্টির কপে ভিজে যার

উইরে খাওয়া জানালা দরোজা

আগাছা জঙ্গল ঘরে থাকে

আমার সমস্ত এলাকা ...

আমার চেনা অনেকে রাজা হবার স্বপ্ন দেখে

আমার চেনা অনেকে হিমালী দিল্লী ঘোরে ব্রিফকেস নিয়ে

আমার চেনা অনেকে টমটমে আঙুল আপেল নিয়ে

কাঁটরে দেয় সারাটা বিকেল

আমার চেনা অনেকে দারুন দারুন রঙচঙে

কবিতার বই ছাপিয়ে

কফিহাউস গরম রাখে ঘোরেফেরে প্রভুদের

দুঃতরে দুঃতরে

আমি, শালা বেকুব হৃদয় পড়ে আছি জীর্ণ ঘরে

তবুও অদৃশ্য হর নির্জন্ম অবয়ব

বসে যার গুণ্ড গাধারে

জৌলুস দাবার আসরে

এভাবে সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো নির্ভরে

মৃত্ত করি দূর্ভেদ্য কারা প্রাচীর

নির্জন্ম সাথ আছে সাধা সেই প্রিয়জন বন্ধু খুঁজি

নিঃশব্দ নির্জন ঘরে একা

সামনে আকাশে আকাশ

রক্তিম আকাশ ...

## যুবকের রক্ত

এক ফোটা দৃঃখ ছুঁয়ে থাকে ওই বাড়ির দেয়ালে  
ভাঙ্গা গরাদের চারপাশ  
কারা এইমাত্র ছুটে গেছে অন্ধকার গলির ভিতর  
এখন তো সম্মা মানেই লোডশেডিং  
চারিদিকে নীরব আকাশ  
আকাশের নীচে কুৎসিত হত্যা  
সমস্ত বারান্দা জুড়ে রক্ত  
রক্তের সমুদ্র.....

কারা ওরা থেকে দাঁড়ায়, শব্দ বৃক্ষ বাতাস  
যুবকের রক্ত চাই ব্লাড ব্যাংক রক্তের আকাল  
তাই এতো রক্ত বারান্দায় জীর্ণ রাস্তায়  
অন্ধগলির মোড়ে...

সরকারী দেওয়াল জুড়ে অহিংসার পোস্টার  
চারিদিকে উলঙ্গ সভা জলসায় কীর্তন টোঁবেলে সমুদ্রের গর্জন  
যুবকের রক্তে গড়ে ওঠে শহীদ মিনার  
নিজনে শপথ নেয় রক্ত ছোঁয়  
তামাম ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাস.....

## অপরিস্রব কবিতা : ৩

আমি আর একবার দেখাবো আমাদের

সেই বিশাল ক্ষমতা

আর সবটুকু ক্ষমতা হাতে তুলে দিতে চাই তাদের

যদি আজও পত্র—খরার, প্রচণ্ড বৃষ্টি আর

শীতের দারুণ হিমে . . .

মানুষের দুঃখের সঙ্গে পাজা লড়ি সংগ্রামী জল মাটি

পাহাড়ের কঠিন পাথরে

এতেই আমাদের সুখ-শান্তি উত্তাল জ্যোৎস্নার স্বপ্ন

সব স্নেহ সব নদীর শীতল বাতাস

এক সাথে উড়ে আসে আমাদের কণ্টের শরীরে

এভাবে আমাদের শরীর ছুটে যার ওই দিকে অরণ্য

মাটির ঘ্রাণে

মাটির আকাশে খেলা নয় স্বপ্ন নয়

এগিয়ে চলো ফসলের বর্ষার মিছিলে.....

## এভাবে মুক্তির লড়াই চলে

সন্ধ্যার বাতাসে শুনি কোকিলের কুহু কুহু রব

এখন বৈশাখ মাস .....

সামনে আলিপুর চাঁড়িরাখানার সৌখিন অরণ্য

উঁচু বাড়ির বারান্দায় জ্যোৎস্নার আকাশ

উঁচু বাড়ির ছাদে উঠলে সমস্ত সিঁড়ি কাঁপে

আর কেঁপে ওঠে অভিজাত মানুষের হার্পিড

জেলের ঘণ্টি বেজে ওঠে বন্দ্দের প্রবল আগ্রহে

পোষা বেড়ালগুলো সতর্ক হয় প্রভুদের চাঁৎকারে

এ-ভাবে প্রিয় বন্দের বন্দী থাকে অন্ধকার জেলের ভিতর

এ-ভাবে বন্দেরা প্রিয় কবির কবিতা পড়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায়

বন্দের বিপ্লবী চেতনা বন্দী থাকে সমস্ত সকাল

বন্দের সাহস জোগায় সহজ কিশোরের হৃদয়ে

এ-ভাবে মুক্তির লড়াই চলে প্রতিটি দরোজায়

এ-ভাবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে

ভারতবর্ষের মানচিত্র ওলটায়

আর জেলের দেওয়াল ভাঙে তরতাজা

সংগ্রামী বন্দেরা...

## সূর্যসেন স্ট্রীটে গভীর রাত

ফুটপাথে কারা থাকে খুঁজেছো কি প্রিয় জন্মভূমি  
সূর্যসেন স্ট্রীট দখল করে বেওয়ারিস শিশু ও নারী  
জন্মভিটা ছেড়ে আসা গ্রামের মানুষ  
অই দিকে চেরে দেখো আর একটি সংসার  
ওদের পাশে শূরে আছে কোলকাতা বাজার

উন্নে খোঁরায় মেশে চোখ...জল ভরা চোখ  
ভাতের গন্ধ ভিড় বাড়ে ফুটপাথের ওপর  
জল ভরা চোখে ভেসে ওঠে পুরণো স্মৃতি গ্রামের সবুজ মায়া  
যেন ভাতের গন্ধ ভাসে সেই বাতাসে  
মান্ন্যাত নরক হয় ফুটপাথের  
এ-পাশে ও-পাশে...

জ্যোৎস্নার অন্ধকারে শিশুদের মা  
ঘুমিয়ে থাকে অন্য ফুটপাথে জারজ পিতাদের আগ্রয়ে  
ফুটপাথ ক্রমশ নোংরা হয় ফুটপাথে  
সরকারী নিপুণ ঔষধে...

## কায়খানার জার্মাল : ১

ধানক্ষেতের পাশে শ্রমিকের রাত জাগা ছাউনি

এদিকে লোডশেডিং চাঁপ চাপ অলম্বকার

অলম্বকারের মতো এক দঙ্গল মিছিল

শ্রমিকের সঙ্গে অন্য শ্রমিকের লড়াই

এ-সব নিয়ে কায়খানার গেটে উত্তেজিত রেঞ্জারজ

রোববারে পাওয়া গেছে মৃণ্ডহীন দেহ প্রদোষের

কায়খানার সংলগ্ন পচা ডোবার ভিতর

এই নিয়ে উত্তেজনা সারা অঞ্চলে প্রচণ্ড ধিকার

প্রদোষের বিশ্বাস মা এখনো অচৈতন্য

নোংরা বস্ত্রের উঠোনে ..

পুলিশের সঙ্গে ঘোরে খান্দাপ্রিয় মাতাম্বর

নিশান্ধিত রাতে ঢোকে শহরের বাংলায়

তারপরে রাসে বশে থাকে মায়ের ইচ্ছায়

প্রদোষের স্বপ্ন ভাঙে আর ভাঙে

মানুষের বাচার লড়াই...

এ-ভাবে অনেক মানুষ পঙ্গু হয় দুঃখী হয়

বহুর গাড়িয়ে যায় বহুরে

তবু তো আগুন জ্বালে দু-একটি লড়াই মানুষ

রাত জাগা ছাউনির ভিতর...



## সেখানে আমি যাবো না কোনোদিন

হিরন্ময় সূত্রে আশার কোনোদিনই ঘুরিনি  
যাইনি ধান্দাপ্রিয় শিল্পীর রহস্য-মিনারে  
কেউ কেউ শব্দ ও শব্দার চোখে দেখেছে বিবর্ণ জামা  
তবু পরাজিত হইনি কখনও  
যারা ছিটের ছিলো শব্দ তাদের দেখছি এখন  
অন্ধকার ভাস্কর্যে

হিরন্ময় সূত্রে আশার কোনোদিনই ঘুরিনি  
প্রমিদের সঙ্গে এখন কাজ কর জুট মিলে  
এখানে কষ্টের ঘামে নেড়ে আর জ্বলে  
বরলারের আগুন

পাটের কাপড় বোনে প্রতাহ হাজার হাজার মাইল  
আমাদের সূত্রের প্রমিক  
তবুও কুখ্যাত তারা বস্ত্রের বিষণ বাতাসে  
হিরন্ময় সূত্রে গল্প জানে না প্রমিক  
শব্দ সঞ্জিত তিড়ারের বস্ত্রতায় শুঁজে পায় স্বর্গের বাগান  
মোহময় সোনার আম ও আপেল  
তাই কোনোদিনই শুঁজি নাহো হিরন্ময় সূত্রে

## প্রয়োজনহীন

খাল্লাবাজ মানুষের প্রয়োজন নেই আমার. তাই  
একা একা করে থাকি... বেড়াই নদীর তীর  
খুলোর পথে হাটি—মেখে আসি শ্মশানের নির্জনতা  
সবুজ গাছের ডালে পাখির শব্দ, ওড়াওড়া শুকনো পাতার  
মাঝে মাঝে ভুল হয় প্রিয় বন্ধুর মূখ্য বালাকালের কথা

খাল্লাবাজ মানুষের প্রয়োজন নেই  
অই মানুষ বানান শব্দে ঘর বাড়ি  
ভাড়া দেয় সাতিস্যাঁতে অশ্রুকার ঘর  
পিপাচ ঘণ্টা জীব ওদের সংগ্রাম  
পুজোর দাজানে পুজো ব্র্যাক করে সিমেন্ট ও গন্ধার পলি  
গোপনে লুকিয়ে রাখে সিগ্রেট, বেবীফুড, ভোজ্যেঙ্গেল  
সামান্য মানুষের ভাত ও নুন

প্রসঙ্গক মানুষেরা জানে শব্দ  
উল্লেখ মধ্যার বেসার্তি  
ভে.রে প্রভুর গান গায় জমানো চুরির টাকার  
আলপনা ছড়ায়

বামসারী শরতান শব্দে রেখে যায়  
কবর্ষ বাম পেড়া মূখ্য নিজের ঘরের দরোজার.....

## সেই উদাসী যুবক

কুরাসার শূন্যতার হাটতে হাটতে থমকে দাঁড়ায়

সেই বিজ্ঞ উদাসী যুবক

শীতের শিশিরে ভিজে গেছে তার শূন্য ভাঙা

ভোরের শরীর

কনকনে শীত ফেরিঘাটে কাদা মাটির সরু ক্যানেলে

রোজকারে শ্রমিক ভাঙা নৌকোর

উদাসী যুবকের কাছে এইসব বিস্ময়

স্মৃতির মেঘলা আকাশ...

দূরে কলের চিম্নীর কালো ধোঁয়া

ভোরের বাতাসে বেজে ওঠে স্টিম বের অলৌকিক ভোঁ

গ্রাম বাঙলায় হেঁটে যার যুবক

সেই প'চিশ বছরের তাজা যুবক

শহরের বদর্যতা তাকে ভীষণ ভাবায়

উদাসী যুবক দেখে যতসব শয়তান ব্যবসারী ধান্দাবাজ গিড়ারের ভিড়

শহরের সৌখিন রাস্তায়

কুরাসার শূন্যতার হাটতে হাটতে দেখে ফেলে সেই যুবক

দুঃখিনী গ্রামের উঠোন বাঙলাব ঘুণঘরা রক্ত শরীর.....

